

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল
প্রশাসন-১ শাখা
www.skh.gov.bd

সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাৎসরিক অর্জন প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ পূলের পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি : জনাব মোঃ শাহজান আলী মোল্লা, সচিব (অবসরপ্রাপ্ত), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

স্থান : সভাকক্ষ, সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল, ঢাকা।

তারিখ ও সময় : ২২-২৩ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকা। উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-“ক”।

সভার শুরুতেই সভাপতি মহোদয় সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। অতঃপর সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাৎসরিক অর্জন প্রতিবেদন উপস্থাপনের জন্য আহবান করেন।

অতঃপর সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্র.	আলোচ্য বিষয়/কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকের আলোচনা (এপিএ ক্রমানুসারে)	পর্যালোচনা/সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা (কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ)			
[১]	সরকারি কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসা প্রদান	[১.১] বহিঃ বিভাগে চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগী লক্ষ্যমাত্রা ১০০% স্থলে ১০০% অর্জন হয়েছে। সভাপতি বলেন, বহিঃবিভাগে রেজিস্ট্রেশনকৃত অনেক রোগী রেজিস্ট্রেশনের পর ব্যক্তিগত জরুরী কাজের জন্য অনেক সময় চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে পারে না। এক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা ১০০% না রেখে ৯০-৯৫% রাখা যেতে পারে। আগামী অর্থবছরের এপিএ-তে বহিঃবিভাগে সেবার নির্ণায়ক পরিবর্তনের জন্য সুপারিশ করেন।	নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বহিঃবিভাগে আগত সকল রোগীকে চিকিৎসা প্রদান করায় ধন্যবাদ জানানো হয় এবং প্রমাণক প্রেরণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।	এপিএ টিম, সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল।
		[১.২] অস্থিবিভাগে চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগী লক্ষ্যমাত্রা ৪৫% স্থলে ৪৩.৫৯% অর্জন হয়েছে। সভাপতি বলেন যে, শয্যা ব্যবহারের হার বৃদ্ধি করা দরকার। পার্শ্ববর্তী ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শয্যা ব্যবহারের হার নির্ধারিত বিধানার চেয়ে কয়েকগুন বেশি হলেও এ হাসপাতালে বেড ওকুপেন্সি রোট হতাশাজনক। সেবার মান বৃদ্ধি হলে শয্যা ব্যবহারের হার বৃদ্ধি পাবে। এ লক্ষ্যে রোগীর পরিতৃপ্তি জরিপের মাধ্যমে সেবার মান উন্নত করা যেতে পারে। ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা বলেন যে, প্রকল্পের কাজ চলমান থাকায় এবং শীতিমালা অনুযায়ী বেসরকারি রোগী ২০% এর বেশি ভর্তির সুযোগ না থাকায় ইনডোরে ভর্তি কম হয়েছে।	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়। পরবর্তী অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধির করার পরামর্শ দেয়া হয়।	এ

[১.৩] ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা বলেন, জরুরি বিভাগে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জন শতভাগ। সভাপতি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ইমার্জেন্সীতে আগত রোগীদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সার্বজনিক ডাক্তার নার্স, সাপোর্টিং স্টাফ বিদ্যমান থাকাসহ প্রয়োজনীয় ডিকিংসা সরঞ্জামাদি সচল রাখার পরামর্শ প্রদান করেন।	লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সচেষ্ট থাকতে হবে। ইমার্জেন্সী বিভাগে সার্বজনিক ডাক্তার নার্স, সাপোর্টিং স্টাফ বিদ্যমান থাকাসহ প্রয়োজনীয় ডিকিংসা সরঞ্জামাদি সচল রাখার পরামর্শ প্রদান করা হয়।	ঐ
[১.৪] অপারেশন সংখ্যা লক্ষ্যমাত্রা ১৮০০ এর স্থলে ৬ মাসে ১০৪৬টি অপারেশন সম্পন্ন হয়েছে। সভাপতি বলেন, মেজর, মাইনর অপারেশন প্রতিবেদন আলাদা করা যেতে পারে। হাসপাতালের সংস্কার কাজ শেষে হলে পরবর্তী অর্ধবছরে লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধির করার পরামর্শ দেয়া হয়।	হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া পরবর্তী অর্ধবছরের এপিএ-তে চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে।	ঐ
[১.৫] ল্যাবরেটরী পরীক্ষার লক্ষ্যমাত্রা ২,৮০,০০০ হাজারের স্থলে ৬ মাসে ২,১৬,৮৪৮টি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। ফোকাল পয়েন্ট বলেন, বিগত দিনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্নকরণে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। করোনা রোগী কমে আসায় এবং সাধারণ রোগীদের ডিকিংসাসেবা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষার সংখ্যা বেশি হয়েছে। সভাপতি ল্যাবরেটরীতে আরও নতুন পরীক্ষা চালু করার গুরত্বারোপ করেন এবং আধুনিক মেশিন সংযোজনের অনুরোধ করেন।	সভাপতি বলেন, অর্ধবছরের সম্ভাব্য বাজেটের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে APA-তে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং ফলাফল অর্জনভিত্তিক সূচক নির্ধারণ করা প্রয়োজন। ভবিষ্যতে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে আরও যত্নবান হতে হবে। পরবর্তী অর্ধবছরে ল্যাবরেটরীতে নতুন পরীক্ষা চালু করার পরামর্শ দেয়া হয়।	ঐ
[১.৬] ব্লাড স্ক্রিনিং ও ট্রাস ম্যাচিং: লক্ষ্যমাত্রা ৬০০ জনের স্থলে ৬মাসে ২৬৭ জনের পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। ফোকাল পয়েন্ট বলেন, সংস্কার কাজের জন্য রোগী কম হওয়ায় স্ক্রিনিং তুলনামূলক কম হয়েছে। আশা করা যায় বছরে শেষে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে।	লক্ষ্যমাত্রা পূরণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করা হয়।	ঐ
[১.৭] ইসিজি ও ইকো পরীক্ষা লক্ষ্যমাত্রা ৯ হাজারের স্থলে ৬ মাসে ৭১৪৬ টি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।	অর্জন সন্তোষজনক, আগামীতে লক্ষ্য বৃদ্ধি ও চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের পরামর্শ দেয়া হয়।	ঐ
[১.৮] এক্স-রে পরীক্ষা ২৪০০০ এর স্থলে ৬মাসে ২২৬৮ টি সম্পন্ন হয়েছে। ফোকাল পয়েন্ট বলেন, বিগত বছরের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সম্পন্নকরণে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল কিন্তু হাসপাতালের সংস্কার কাজের জন্য দীর্ঘদিন রেডিওলজি বিভাগ বন্ধ থাকায় পরীক্ষার সংখ্যা কম হয়েছে। সভাপতি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও রোগীদের স্বার্থে সংস্কার শেষে দ্রুত এক্স-রে চালু করার পরামর্শ দেন।	রোগীদের স্বার্থে ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে সংস্কার কাজ শেষে দ্রুত এক্স-রে চালু করার পরামর্শ দেওয়া হয়।	ঐ
[১.৯] সিটি স্ক্যান পরীক্ষা লক্ষ্যমাত্রা ৬০০ এর স্থলে ৬ মাসে ১৬ টি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। ফোকাল পয়েন্ট বলেন, বিগত	রোগীদের স্বার্থে ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে সংস্কার কাজ শেষে	ঐ

১৬৭

	বছরের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সম্পন্নকরণে অতিরিক্ত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল কিছু হাসপাতালের সংস্কার কাজের জন্য দীর্ঘদিন সিটি জ্ঞান বন্ধ থাকায় পরীক্ষার সংখ্যা কম হয়েছে। সভাপতি রোগীদের স্বার্থে ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে সংস্কার শেষে দুই সিটি জ্ঞান মেশিন চালু করার পরামর্শ দেন।	দুই সিটি জ্ঞান চালু করার পরামর্শ দেওয়া হয়।	
	[১.১০] আলট্রাসোনোগ্রাম: আলট্রাসোনোগ্রাম পরীক্ষা লক্ষ্যমাত্রা ২০০০ এর স্থলে ৬ মাসে ৬৪০৬ টি সম্পন্ন হয়েছে।	অর্জন সন্তোষজনক। ভবিষ্যতে চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে।	ঐ
	[১.১১] এডোসকপি, কলোনোস্কপি ও প্রক্টোসকপি পরীক্ষা: লক্ষ্যমাত্রা ৮৮০ এর স্থলে ৬ মাসে ৭১৭ টি সম্পন্ন হয়েছে।	অর্জন সন্তোষজনক। ভবিষ্যতে চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে।	ঐ
	[১.১২] ইপিআই: লক্ষ্যমাত্রা ২২০০ এর স্থলে ৬ মাসে ১৪৭৮ টি সম্পন্ন হয়েছে। চলতি অর্থবছরের অর্জন বিবেচনায় নিয়ে ভবিষ্যতে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হবে।	অর্জন সন্তোষজনক। তবে বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় ভবিষ্যতে চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে।	ঐ
	[১.১৩] পরিবার পরিকল্পনা সেবা: পরিবার পরিকল্পনা সেবা লক্ষ্যমাত্রা ১৫০০ এর স্থলে ১০৮০ টি অর্জিত হয়েছে।	অর্জন সন্তোষজনক। ভবিষ্যতে চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে।	ঐ
	[১.১৪] রিহাবিলিটেশন সেবা ও পেইন ইন্টারভেনশন, পিআরপি ও টেমসেল প্রসিডিউর সেবা: লক্ষ্যমাত্রা ৪০০ এর স্থলে ২৭৭ টি অর্জিত হয়েছে।	অর্জন সন্তোষজনক। ভবিষ্যতে চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে।	ঐ
	[১.১৫] ডিডিও অটোল্যারিঙ্গোস্কোপ: লক্ষ্যমাত্রা ২০০ এর স্থলে বিগত ৬ মাসে ২২টি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। অতিরিক্ত সচিব বলেন, প্রতিবেদনে দেখা যায়, ৬মাসের মধ্যে ৫মাসে কোনো অর্জন নেই। ডিসেম্বর মাসে ২২ টি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। এপিএ টিম লিডার বলেন, ডিডিও অটোল্যারিঙ্গোস্কোপ মেশিনটি দীর্ঘদিন যাবত অকেজো থাকায় পরীক্ষা কার্যক্রম বন্ধ ছিল। আশা করি বছর শেষে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে।	রোগীদের চিকিৎসাসেবার স্বার্থে সবধরনের মেডিকেল ইকুইপমেন্ট সচল রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়। লক্ষ্যমাত্রা পূরণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	ঐ
[২] প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	[২.১] কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপস্থিতি নিশ্চিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বায়োমেট্রিক হাজিরা চালু করা হয়েছে।	নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন করা সন্তোষ প্রকাশ করা হয় এবং বিলম্ব হাজিরা/অনুপস্থিতির জন্য বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করা হয়।	ঐ
	[২.২] ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা বলেন, ডিকিৎসক ও নার্সদের ডিকিৎসা বিজ্ঞানে নতুন ধারণার লক্ষ্যে বিগত ৬ মাসে ২টি সায়েন্টিফিক সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। সভাপতি বলেন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২য় যাদ্যাসিকে আরও ৪টি সেমিনারের আয়োজন করতে হবে।	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই সায়েন্টিফিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/ক্লিন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম আয়োজন করতে হবে।	ঐ
	[২.৩] আই.সি.ইউ সচল রাখা: ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা বলেন, এ হাসপাতালে মুমূর্ষ	বাস্তবায়ন সন্তোষজনক, এর ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হবে।	ঐ

১৬৭

	রোগীদের জন্য ৬ শয্যার একটি ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট (ICU) রয়েছে। উক্ত আইসিইউতে ৬টি ভেন্টিলেটরসহ প্রয়োজনীয় মেডিকেল যন্ত্রপাতি বিদ্যমান। আইসিইউ ভেন্টিলেটরসহ সকল যন্ত্রপাতি সচল অবস্থায় আছে এবং সীট খালি থাকা সাপেক্ষে মুনূরু রোগীদের ভর্তি নেয়া হচ্ছে।		
	[২.৪] ৫০০ শয্যা হাসপাতালের জন্য নিয়োগ বিধিমালা চূড়ান্তকরণ: এপিএ টীম লিডার জানান, এ হাসপাতালে জুন, ২০২৩ সালে বিদ্যমান পদের অতিরিক্ত আরও ১৭৬২ টি পদ সৃজন করা হয়েছে। নতুন পদসহ সকল পদে নিয়োগবিধিমালা চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে নিয়োগবিধিটি ভেটিং এর জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে আছে। আশা করি নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই বিধিমালা গেজেট প্রকাশ হবে।	লক্ষ্যমাত্রার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিয়োগ বিধিমালার গেজেট প্রকাশের জন্য যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	ঐ
	[২.৫] ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি কর্মচারী হাসপাতালকে ৫০০ শয্যায় উন্নীতকরণ প্রকল্পের ৫০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।	লক্ষ্যমাত্রা পূরণে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।	
	[২.৬] ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা বলেন যে, ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে দূরবর্তী অবস্থান থেকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে এ হাসপাতালে গত ৩০.১২.২০২৩ তারিখ হতে টেলি হেলথ সেবা চালু করা হয়েছে। সভাপতি বলেন নিঃসন্দেহে এটি একটি ভালো উদ্যোগ। তিনি এটি ধারাবাহিকভাবে চালু রাখার পরামর্শ প্রদান করেন।	টেলি হেলথ সার্ভিস ধারাবাহিকভাবে চালু রাখতে হবে।	
	[২.৭] নতুন ভবনে ব্রেস্টফিডিং কর্নার চালু: আবাসিক সার্জন বলেন যে, জানুয়ারি ২০২৪ মাসে ব্রেস্টফিডিং কর্নার চালু করা হয়েছে। সভাপতি বলেন, ব্রেস্ট ফিডিং রুমগুলো আলোবাতাসের সুব্যবস্থাসহ নিরাপদ ও সুসজ্জিত হতে হবে এবং মায়েরা যাতে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবহার করতে করতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখার পরামর্শ প্রদান করেন।	ব্রেস্ট ফিডিং কর্নারে আলোবাতাসের সুব্যবস্থাসহ নিরাপদ ও সুসজ্জিত, মায়েরা যাতে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবহার করতে করতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।	
	[২.৮] শূন্যপদে জনবল নিয়োগ: অতিরিক্ত মহাপরিচালক বলেন যে, সরকারি কর্মচারী হাসপাতালে ৩য় শ্রেণির শূন্যপদে নিয়োগের লক্ষ্যে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। সভাপতি দ্রুত নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্নকরণের পরামর্শ প্রদান করেন।	দ্রুত নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	
[৩] সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ ও জোরদারকরণ	[৩. ১.১] সন্দেহজনক সংক্রামক রোগীদের নমুনা পরীক্ষা (করোনা, ডেঙ্গু ও অন্যান্য): সভাপতি বলেন, সংক্রামক রোগীদের নমুনা পরীক্ষা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অপ্রত্যাশিত বৃদ্ধি পেয়েছে। বাস্তবসম্মত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ	ভবিষ্যতে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে আরও যত্নবান হতে হবে।	ঐ

	করা উচিত ছিল। ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা বলেন, গত বছর ডেঙ্গুর প্রকোপ অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।		
	[৩.১.২] টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান: ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা বলেন, এ হাসপাতালে রোগীরা মোবাইল ফোনে ফোন করে টেলিমেডিসিন সেবা গ্রহণ করতে পারে। বিগত ছয় মাসে ১২৩ জন রোগী টেলিমেডিসিন সেবা গ্রহণ করেছেন।	টেলিমেডিসিন সেবা অব্যাহত রাখতে হবে। টেলিমেডিসিন সেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচার কার্যক্রম বাড়াতে হবে। মেজর অপারেশনকৃত রোগীদের ছাড়পত্রের পর খোজ-খবর নিতে টেলিমেডিসিন সেবা প্রদানের সুপারিশ করা হয়।	
	[৩.১.৩] এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা বলেন, এনসিডি (অসংক্রামক ব্যাধি) সপ্তাহ উপলক্ষ্যে অসংক্রামক রোগে আক্রান্তদের নিয়ে চলতি মাসে ১টি অ্যাওয়ারেনেস সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত সেমিনারের বিষয় ছিল "ত্বনে গোটা, চাকা বা বাখা হলে কি করবেন?" এ সেমিনারে নারীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। সভাপতি বলেন, এ ধরনের সেমিনার মানুষকে সচেতন করবে। তিনি অ্যাওয়ারেনেস সেমিনার বেশি বেশি আয়োজনের সুপারিশ করেন।	নিয়মিত অ্যাওয়ারেনেস সেমিনার আয়োজন করতে হবে।	ঐ
	[৩.২.১] সনাক্তকৃত যক্ষা রোগী ও চিকিৎসা প্রদান: ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা বলেন, এ হাসপাতালের ডিস কলারে বিগত ৬ মাসে ১৭ জনের যক্ষার জীবানু পরীক্ষা করা হয়েছে। সংস্কার কাজের জন্য দীর্ঘদিন ডিস কলার বন্ধ ছিল। সভাপতি বলেন, ৬মাসে মাত্র ১৭ জনের নমুনা পরীক্ষা সংখ্যায় অনেক কম। এজন্য এ হাসপাতালে যক্ষার নমুনা পরীক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ থাকার বিষয়টি অধিক হারে প্রচার করতে হবে।	সরকারি কর্মচারী হাসপাতালে যক্ষার নমুনা পরীক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ থাকার বিষয়টি অধিক হারে প্রচার করতে হবে।	ঐ
	[৩.৩.১] জরায়ু-মুখের ক্যান্সার ও অন্যান্য ক্যান্সার স্টীনিংকৃত রোগী: ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা বলেন, লক্ষ্যমাত্রা ২৪০ টির স্থলে ১৮৪টি সম্পন্ন হয়েছে। সভাপতি বলেন, নারীদের জন্য একটি ভ্যাবহ ব্যাধি এবং জরায়ুমুখ ক্যান্সার বিশ্বব্যাপী নারীদের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ। সচেতনতার মাধ্যমে এই রোগ প্রতিরোধ করা যায়। সাধারণত অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের নারীরা স্বাস্থ্য বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন না বলে এই রোগের বিস্তার বেশি।	জরায়ু-মুখের ক্যান্সার প্রতিরোধে নারীদের সচেতনতার লক্ষ্যে অ্যাওয়ারেনেস বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে।	ঐ

[৪] সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ	[৪.১] ই ডেভারিং প্রবর্তন: ফোকাল পয়েন্ট জানান, ইজিপি চালুর লক্ষ্যে এ হাসপাতালের কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ই-ডেভার চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।	সভাপতি বলেন, লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দ্রুত ই ডেভারিং চালু করতে হবে।	ঐ
	[৪.২] সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং টিম প্রতি মাসে এ হাসপাতাল পরিদর্শনপূর্বক বিভিন্ন সুপারিশ করে থাকেন। উক্ত সুপারিশ শতভাগ বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং টিম কর্তৃক সুপারিশ শতভাগ বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখতে হবে।	ঐ

২। সংযোজনী-৪: জাতীয় শুল্কাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২৪

ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা জানান, লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নৈতিকতা কমিটির সভা, সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন বার্ষিক
ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে আপলোড করা হচ্ছে। শুল্কাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ২য় ও ৪র্থ কোয়ার্টারে মোট ৬০ জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ
করা থাকলেও ১ম ও ২য় কোয়ার্টারে ১১০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা সভায়
আরও জানান, শুল্কাচার পরিকল্পনায় প্রকল্প সংকল্প লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও এ হাসপাতালের অধীন কোনো প্রকল্প বাস্তবানাধীন না থাকায়
মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক অন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ৪র্থ শ্রেণির
সকল কর্মচারীদের দাপ্তরিক পোষাক সরবরাহ করা হয়েছে ও পরিধান নিশ্চিত করা হচ্ছে। এছাড়া সার্বজনিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা
বিষয়ে মনিটরিং করা হচ্ছে। একেজো মালামাল নিলামে বিক্রি করা হয়েছে।

এপিএ টিম লিটার জানান যে, রোগীদের নিকট থেকে আদায়কৃত ইউজার ফি ও অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থ শতভাগ সরকারি
কোষাগারে জমা করা হচ্ছে। হাসপাতালে ক্রয়কৃত মালামালের (রি-এজেন্ট, কেমিক্যাল, এজ-রে ফিল্ম, এমএসআর যন্ত্রপাতি ইত্যাদি)
মজুদ ও সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে কমিটি কর্তৃক সকল স্টোর ডিসেম্বর, ২০২৩ মাসে নিরীক্ষা করা হয়েছে এবং নিরীক্ষায় প্রাপ্ত
সুপারিশ অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান আছে। হাসপাতালের ফার্মেসীতে ঔষধ বিতরণে স্বচ্ছতা আনয়ন ও সময় সাশ্রয়ের জন্য ক্রিউ
ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, ইনভোরে সংক্রমণ এড়ানো এবং ডিজিটাইজেশনের তিড় কমানোর লক্ষ্যে
দর্শনাবী কার্ড/ডিজিটিং কার্ড চালু করা হয়েছে।

সভাপতি বলেন, অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়নের স্বপক্ষে বিল রেজিস্ট্রারের ফটোকপি অথবা এপিএ'র
অনুযায়ী বিভিন্ন ক্রয়ের কার্যাবশ্যের ফটোকপি প্রমাণক হিসাবে দাখিল করতে হবে। সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার
নিশ্চিতকরণের স্বপক্ষে অফিস প্রধানের নিকট থেকে প্রত্যয়ন নিতে হবে। তিনি পরবর্তী অর্থবছরের শুল্কাচার কর্মপরিকল্পনায় অডিট
আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের বিষয়ে সুপারিশ করেন।

সিদ্ধান্ত: ১। সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের স্বপক্ষে অফিস প্রধানের নিকট থেকে প্রত্যয়ন নিতে হবে।

২। পরবর্তী অর্থবছরের শুল্কাচার কর্মপরিকল্পনায় অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত সূচকের আওতায় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে
হবে।

৩। বছর শেষে শুল্কাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা শতভাগ বাস্তবায়নের লক্ষে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।



৩। সংযোজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা

ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা বলেন, সেবা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে হাসপাতালের ল্যাবরেটরীতে ল্যাবরেটরি ইনফরমেশন সিস্টেম (এলআইএস)' চালুর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এলআইএস সিস্টেমে পুরো টেস্টের প্রক্রিয়াটাই স্বয়ংক্রিয়ভাবে সফটওয়্যারের মাধ্যমে করা হবে। ফলে ম্যানুয়াল পদ্ধতির চেয়ে অল্পত প্রায় চারগুন দ্রুত সময়ে পুরো টেস্টের কাজ কমপ্লিট করা যাবে এতে করে সময় বীচার পাশাপাশি নির্ভুল টেস্ট রিপোর্ট দেয়ার মাধ্যমে রোগীকে উন্নত সেবা প্রদানও নিশ্চিত করা হবে। আশা করা যায় লক্ষ্যমাত্রার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এটি সম্পন্ন করা যাবে।

সভাপতি বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মশালা/সভা/সেমিনার আয়োজনের লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে যা দ্বারা লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে না। ২য় ষাটাসিকে ২টি কর্মশালা আয়োজনের নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া অর্থবছরের ৬মাস শেষ হলেও ৬.২.১. এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়নি। তিনি দ্রুত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত: ১। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন করতে হবে।

২। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

৪। সংযোজনী ৬: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা

ফোকাল পয়েন্ট বলেন, এ হাসপাতালের অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা এবং আপিল কর্মকর্তার তথ্য হাসপাতালের ওয়েবসাইটে দেয়া আছে। সেবাপ্রার্থীরা যাতে তাদের অভিযোগ/পরামর্শ সহজে দিতে পারে সেজন্য হাসপাতালের প্রবেশ পথে (তথ্য কেন্দ্রে) একটি অভিযোগ বাক্স রাখা হয়েছে। প্রাপ্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতি মাসে প্রেরণ করা হচ্ছে। এছাড়া অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএ সফটওয়্যার বিষয়ক ০১ টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২ টি স্টেক হোল্ডার সভা আয়োজন করা হয়েছে।

সভাপতি বলেন, জিআরএ সিস্টেম, অফলাইন ও অন্যান্য মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগ সুবিন্যস্তভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে। অভিযোগের প্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট সময়ে সংশ্লিষ্টজনক নিষ্পত্তি করতে হবে।

সিদ্ধান্ত: অনলাইন/অফলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগ নির্দিষ্ট সময়ে নিষ্পত্তি করতে হবে এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মাসিক ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে হবে। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভার আয়োজন করতে হবে।

৫। সংযোজনী ৭: সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা

ফোকাল পয়েন্ট জানান, ত্রৈমাসিকভিত্তিক নিজ দপ্তরের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদ করা হয়েছে। এছাড়া সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে ২ টি স্টেকহোল্ডার সভা ও ২টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। তিনি জানান প্রকল্পের কাজ শেষে নতুন সিটিজেন চার্টার স্থাপন করা হবে।

সভাপতি জানান, এপিএ মূল্যায়ন নির্দেশিকা অনুযায়ী স্টেকহোল্ডার সভা ও প্রশিক্ষণের সকল প্রমাণক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে এবং সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে।

সিদ্ধান্ত: নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাস্তবায়ন অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে হবে এবং স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা আয়োজন করতে হবে।

৬। সংযোজনী ৮: তথ্য অধিকার বিষয়ে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পন্নতা

ফোকাল পয়েন্ট জ্ঞান, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী বিপত ৬ মাসে ২ জন নির্ধারিত ফরমে তথ্য চেয়েছেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। স্বতঃপ্রসঙ্গিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য হাসপাতালের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১ টি অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও এর বিধিমালা, প্রতিধানমালা, স্বতঃপ্রসঙ্গিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সমন্বয়ে ২ টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। তবে বার্ষিক প্রতিবেদনের সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হলেও এখনও ছাপানো সম্ভব হয়নি।

সভাপতি বলেন, তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মসম্পাদন সূচকে প্রচার কার্যক্রম সম্পন্ন বিষয়ে বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে অবহিতকরণ সভার মাধ্যমে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে না। প্রচার কার্যক্রমের অংশ হিসাবে লিফলেট বিতরণ, ব্যানার, ফেস্টুন, পোস্টার, ডিসপ্লে বোর্ডের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

তিনি আরও বলেন, গত অর্থবছরেও সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পারেনি। চলতি অর্থবছরেও নির্ধারিত সময়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়নি যা দুঃখজনক। তিনি বলেন, বার্ষিক প্রতিবেদন একটি প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবিম্ব যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে সত্যিকারের ধারণা লাভ করা যায়। এছাড়া এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কার্যবলী সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা লাভের পাশাপাশি সরকারি কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার প্রতিফলন প্রত্যক্ষ করা যায়। তিনি দেরিতে হলেও তথ্য-উপাত্তের শুদ্ধতা, যথার্থতা এবং বস্তুনিষ্ঠতার উপর গুরুত্ব প্রদান করে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত: তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিসহ প্রচার কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। তথ্য অধিকার সেবাবজ্রে বিভিন্ন সেবার তথ্য আপলোড করতে হবে। তথ্য অধিকার সংক্রান্ত প্রত্যেকটি ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে ওয়েবসাইটের তথ্য অধিকার সেবাবজ্রে প্রকাশ ও প্রচার কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে।

যাৎসাসিক অর্জন প্রতিবেদন পর্যালোচনা শেষে সভাপতি বলেন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) শতভাগ বাস্তবায়নের জন্য বছরের শুরু থেকে কার্যক্রম গ্রহণের কোন বিকল্প নেই। তাই আগে থেকেই এপিএ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। যে সকল সূচকে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন সম্ভব হয়নি সেই সকল সূচকের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ও সকল সূচকের অর্জনের স্বপক্ষে যাবতীয় প্রমাণসমূহ এপিএ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ শাহজাহান আলী মোল্লা)

সচিব (অবসরপ্রাপ্ত)

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

ও

সভাপতি, কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা

সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ পুল।